যুগান্তর

তারিখ ... 27 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

চলতি বছর সরকারি ও বেসরকারি উভয় মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার বদলে জিপিএ'র ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে এ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে গত বছর প্রণীত শিক্ষানীতি অনুসারে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে এইচএসসির ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশনা রয়েছে। চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফল ১৯ জুলাই প্রকাশিত হয়। সে অনুযায়ী নির্ধারিত এক মাস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট হয়েছে। এদিকে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে জটিলতায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিকেরা চোখে অন্ধকার দেখছেন। শিক্ষার্থী ভর্তি দেরি হলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো চরম আর্থিক ক্ষতির শিকার হবে। একাধিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বিগত বছরগুলোর মতো নির্ধারিত সময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে না পারলে সিংহভাগ মেডিকেল কলেজের বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার আশংকা রয়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যাংক-ঋণ নিয়ে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রতি মাসে কিস্তি বাবদ তাদের লাখ লাখ টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি বাবদ নেয়া অর্থ থেকেই ব্যাংক-ঋণের কিস্তি পরিশোধ, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ আনুষঙ্গিক খরচ মেটাতে হয়। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ৫২ মেডিকেল কলেজের অধিকাংশই কোটি কোটি টাকা ব্যাংক-ঋণ নিয়ে চলছে।

জানা গেছে, ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাংক থেকে ৩০ কোটি ও সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ ৪০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এ দুটি কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে সুদ বাবদ যথাক্রমে ৫০ ও ৬০ লাখ টাকা কিস্তি পরিশোধ করছে। প্রায় ৪০টিরও বেশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের কোটি কোটি টাকা ব্যাংক-ঋণ রয়েছে। কয়েকটি মেডিকেল কলেজের মালিক জানান, প্রতি মাসে তাদের বেতন-ভাতাসহ সব খরচ বাবদ প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। এ কারণে শিক্ষার্থী ভর্তিসংক্রান্ত জটিলতার দ্রুত অবসান

ভর্তি-প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতা

হওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন।

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি, ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজের কর্ণধার ও প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন তাদের উদ্বেগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে চলমান সমস্যা নিরসনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। আদালতে বিষয়টি ঝুলে থাকলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো আর্থিক দিক দিয়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতি বছর তারা নভেম্বরে ভর্তি প্রক্রিয়া ও জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু করেন। সে হিসেবেই বছরের বাজেট করা হয়। তিনি আরও জানান, বর্তমান অবস্থায় তাদের করণীয় নির্ধারণে ২৮ আগস্ট বিপিএমসিএ'র জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। প্রয়োজনে তারা বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পৃথকভাবে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন জানাবেন বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত নতুন নীতিমালা বাস্তবায়ন নিয়ে নানামুখী জটিলতার কারণে চলতি বছর সরকারি-বেসরকারি উভয় মেডিকেল কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ১২ আগস্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার বদলে জিপিএ'র ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রাথমিক সিদ্ধান্তে জটিলতা শুরু হয়। ভর্তিচ্ছুক শত শত শিক্ষার্থী সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামেন। প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তারা স্মারকলিপি দেন। এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আইনজীবী সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে উচ্চ আদালতে রিট করেন। উচ্চ আদালত থেকে সার্বিক বিষয়ে জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করায় ভর্তি প্রক্রিয়া ঝুলে যায়। এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, যে সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন সে সভার 'রেজুলেশন' এখনও লেখা হয়নি। সাধারণত সভা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে রেজুলেশন লেখা হয়। কখনও কখনও দু-এক দিন অথবা দুই সপ্তাহ পরও লেখা হয়। জানা গেছে, রিট মামলা খারিজের পর ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে তিনি যোগাযোগ রাখছেন। অপর একটি সূত্র জানায়, শেষ পর্যন্ত আদালতের মাধ্যমে এ বছরই শেষবারের মতো ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির নির্দেশ আসতে পারে।